জাতীয় সংসদের একাদশ অধিবেশন শুরু

একাদশ জাতীয় সংসদের একাদশ ও ২০২১ সালের প্রথম অধিবেশন সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে পুনরায় শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে একটি বিল উত্থাপনের পরে শুরু হয়েছে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আলোচনা।

এর আগে শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয় চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারি।

দেশে পৌঁছেছে করোনার ৫০ লাখ ডোজ ভ্যাকসিন

ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট থেকে সরকারের কেনা অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা ৫০ লাখ ডোজ দেশে পৌঁছেছে। আজ সোমবার সকাল ১১টার কিছু পর রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি উড়োজাহাজে এসব ভ্যাকসিন এসে পৌঁছায়। ভ্যাকসিনের বিষয়ে আজ সকাল সাড়ে ১১টায় ব্রিফ করবে বেক্সিমকো।

টিকা সংরক্ষণের জন্য বেক্সিমকোর ওয়্যারহাউসে নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারিখে তা জেলা-উপজেলার নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে দেবে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড।

এই টিকার বাইরে দেশের ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিতে কর্মরতদের সুরক্ষায় ১০ লাখ ডোজ টিকা আনবে বেক্সিমকো।

গতকাল স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটের কাছ থেকে সরকার অক্সফোর্ড -

অ্যাস্ট্রাজেনেকার যে ৩ কোটি ডোজ টিকা কিনছে, তার প্রথম চালানের ৫০ লাখ ডোজ টিকা সোমবার (আজ) দেশে আসতে পারে। সেজন্য প্রস্তুতি রাখা হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টিকা দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশেও সে অনুযায়ী টিকা দেওয়া হবে।

হাসপাতালের ১০ জরুরি পরীক্ষার ফি নির্ধারণ

অদেশের সব বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রোগীকে দেওয়া অক্সিজেনের মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন সরকার। শুধুই অক্সিজেন নয়, কোভিড-১৯ সম্পর্কিত আরো ১০টি বিষয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফি (মূল্য তালিকা) নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এই মূল্য নির্ধারণ করেছে।

এই তালিকা সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে উন্মুক্ত স্থানে (দৃশ্যমান) টাঙ্গাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমুহ) ডা. মো. ফরিদ হোসেন মিঞার স্বাক্ষরে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

দেশের সব বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক বা ব্যবস্থাপনা পরিচালককে নতুন মূল্য তালিকা অবিলম্বে কার্যকর করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সেই তালিকা শিগগিরই হাইকোর্টে দাখিল করা হবে বলে জানান ওই কর্মকর্তা।

হিউম্যান রাইটস ল’ইয়ার্স অ্যান্ড সিকিউরিং এনভায়রনমেন্ট সোসাইটি অব বাংলাদেশের কোষাধ্যক্ষ অ্যাডভোকেট মো. শাহ আলমের করা এক রিট আবেদনে হাইকোর্ট ২০১৮ সালের ২৪ জুলাই অন্তবর্তীকালীন নির্দেশনা দেন। এরই ধারাবাহিকতায় গতবছর ১৩ ডিসেম্বর হাইকোর্ট এক আদেশে মূল্য তালিকা নির্ধারণ করে তা উন্মুক্ত স্থানে প্রদর্শনের

জন্য সাত দিনের মধ্যে পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেন। এ অবস্থায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মূল্য তালিকা র্নিধারণ করে তা মেনে চলার নির্দেশনা দিয়েছে।

নির্ধারিত অক্সিজেনের মূল্য

নতুন নির্দেশনায় একক অক্সিজেন সিলিন্ডার ও মেনিফোল্ড অক্সিজেন সিলিন্ডার সিস্টেমে ঘণ্টায় ২ থেকে ৫ লিটার অক্সিজেন ব্যবহারের জন্য ১০০ টাকা, ৬ থেকে ৯ লিটারের জন্য ১২৫ টাকা এবং ১০ থেকে ১৫ লিটারের জন্য ১৫০ টাকা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেমে (জেনারেটর বেইজড) ঘণ্টায় ২ থেকে ৫ লিটার অক্সিজেন ব্যবহারের জন্য ১২০ টাকা, ৬ থেকে ৯ লিটারের জন্য ৩শ টাকা এবং ১০ থেকে ১৫ লিটারের জন্য ৩৫০ টাকা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেমে (লিক্যুইড অক্সিজেন ট্যাংক বেইজড) ঘণ্টায় ২ থেকে ৫ লিটার অক্সিজেন ব্যবহারের জন্য ১২০টাকা, ৬ থেকে ৯ লিটার ব্যবহারের জন্য ২৫০ টাকা এবং ১০ থেকে ১৫ লিটার ব্যবহারের জন্য ৩শ টাকা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেমে হাইফ্লো নেজাল ক্যানুলা দিয়ে ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৮০ লিটার অক্সিজেন ব্যবহারের মূল্য ৫শ টাকা নির্ধারণ করার হয়েছে।

অন্যান্য জরুরি ১০টি পরীক্ষার মূল্য

সিবিসি পরীক্ষার স্থিরকৃত সর্বোচ্চ মূল্য ধরা হয়েছে ৪শ টাকা। এছাড়া সর্বনিম্ন ৪শ ও সর্বোচ্চ মূল্য ৬শ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সিআরপি পরীক্ষার স্থিরমূল্য ৬শ টাকা এবং সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৬শ থেকে ৯শ টাকা।এলএফটি পরীক্ষার স্থিরমূল্য নির্ধারণ করেছে একহাজার টাকা এবং সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য ৯৫০ থেকে একহাজার ৬শ টাকা। এস.ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষার স্থিরমূল্য ৪শ টাকা এবং সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য ৩শ থেকে ৬৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এস ইলেক্ট্রোলাইট পরীক্ষার স্থিরমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে একহাজার টাকা এবং সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য ৮৫০ থেকে ১৪৫০ টাকা।

ডি. ডিমার পরীক্ষার স্থিরমূল্য দেড় হাজার টাকা এবং সর্বনিম্ন ও

সর্বোচ্চ মূল্য ধরা হয়েছে ১১শ থেকে ৩ হাজার ২শ টাকা। এস. ফেরিটিন পরীক্ষার স্থিরমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১২শ টাকা এবং সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য ধরা হয়েছে একহাজার টাকা থেকে ২২শ টাকা। এস.প্রোকালসিটোনিন পরীক্ষার স্থিরমূল্য দুইহাজার টাকা এবং সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫শ থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা।

সিটি স্কেন (চেস্ট) এর স্থিরমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ হাজার টাকা এবং সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য ৫ হাজার থেকে ১৩ হাজার টাকা। চেস্ট এক্স-রে (এ্যানালগ)’র স্থিরমূল্য ৪শ টাকা, এর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য ধরা হয়েছে যথাক্রমে ৩শ থেকে ৫শ টাকা এবং চেস্ট এক্স-রে (ডিজিটাল)’র স্থিরমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৬শ টাকা। এর সর্বনিু ও সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫শ থেকে ৮শ টাকা।

ভাঙতে হবে স্বৈরাচারের দুঃশাসনের শৃঙ্খল: মির্জা ফখরুল

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল।

কিন্তু স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অর্ধশতাব্দি অতিক্রান্ত হলেও দেশীয় কর্তৃত্ববাদী স্বৈরাচার ঔপনিবেশিক প্রভুদের মতো দুঃশাসন চালাচ্ছে। জনগণের নাগরিক স্বাধীনতা, মানবিক মর্যাদা ও নির্ভয়ে কথা বলার অধিকার নেই। দেশ এখন ঘোর দুর্দিন অতিক্রম করছে।

শনিবার বিকেলে ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান (২৪ জানুয়ারি) দিবস উপলক্ষে এক বাণীতে এসব কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব।

মির্জা ফখরুল বলেন, দেশে ১৯৬৯ এর ন্যায় গণঅভ্যুথানের পরিস্থিতি

বিরাজমান। আমাদের আবারো অধিকারহারা বঞ্চিত জনগণকে সাথে নিয়ে রাজপথে বেরিয়ে আসতে হবে। ভাঙতে হবে স্বৈরাচারের দুঃশাসনের শৃঙ্খল। দেশের গণতন্ত্র ও নাগরিকের মৌলিক অধিকার সুরক্ষায় গণঅভ্যুত্থান দিবস আমাদের প্রেরণার উৎস।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার গাইডলাইন প্রকাশ, যেভাবে হবে ক্লাস

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের কারণে বন্ধ থাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার বিষয়ে আগামী ৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। এর সঙ্গে একটি গাইডলাইন প্রকাশ করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর। এ গাইডলাইন অনুসারে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিকল্পনা করা হয়েছে প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার। আবার খোলার বাজেট তৈরিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ পাওয়া মাত্র শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দিতে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার গাইডলাইনে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেয়েছে। তিন ফুট দূরত্বে ক্লাসরুমের বেঞ্চগুলোকে স্থাপন করতে বলা হয়েছে। পাঁচ ফুটের কম দৈর্ঘ্যের একজন শিক্ষার্থী এবং পাঁচ থেকে সাত ফুট দৈর্ঘ্যের বেঞ্চে দুজন শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবিধি মেনে গাইডলাইন অনুসারে ক্লাস করতে পারবে। স্কুলে ঢোকার আগেই থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা পরীক্ষা করার কথাও বলা হয়েছে।

সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে বেঞ্চের দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুটের কম হলে প্রতি বেঞ্চে একজন করে শিক্ষার্থী বসতে পারবে

কতজন বসবে বেঞ্চে
সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে বেঞ্চের দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুটের কম হলে প্রতি বেঞ্চে একজন করে শিক্ষার্থী বসতে পারবে। বেঞ্চের দৈর্ঘ্য পাঁচ থেকে সাত ফুট হলে প্রতি বেঞ্চে দুজন করে শিক্ষার্থী বসতে পারবে। যদি বেঞ্চের দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুট বা তার বেশি হয়, তবে প্রতিটি বেঞ্চে দুজন করে ছয়টি বেঞ্চে ১২ জন শিক্ষার্থী বসতে পারবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুর কয়েকটি ধাপ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু করার জন্য কয়েকটি ধাপের কথা বলেছে মাউশি। এই নির্দেশিকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু করার জন্য যে ধাপগুলো বিবেচনা করা হয়েছে, তা হলো-

১.নিরাপদ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা করা।

২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করা।

৩. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিরাপদে চালু করা।

৪. শিক্ষা কার্যক্রম চলাকালে করোনার বিস্তাররোধে পদক্ষেপ নেওয়া।

‘কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণ’ শীর্ষক নির্দেশিকায় স্কুল-কলেজ খোলার আগে পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আকর্ষণীয় করাসহ স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শিফটিং করে নিরাপদ দূরত্বে ক্লাসে বসা, প্রথম ১৫ দিন সহ-শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করে আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি এবং দুই মাসের মধ্যে কোনো পরীক্ষা না নেওয়ার কথা বলা হয়েছে নির্দেশনায়। ৩৯ পৃষ্ঠার নির্দেশনাটি ইউনিসেফের সহযোগিতায় প্রস্তুত করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে নতুন স্বাভাবিকতা (নিউ নরমাল) হিসেবে বিবেচনা করে এই নির্দেশিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যবহার করতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংক্রমণের বিস্তার রোধে ব্যবস্থা
কোভিড-১৯ বিস্তার রোধে প্রতিদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশের সময় সবার স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সবার জন্য মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা, শিক্ষার্থীরা যাতে শারীরিক

দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলাফেরা করতে পারে এ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থারও পরিকল্পনা নিতে হবে।

নিরাপদ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উপস্থিতির সংখ্যা নিরূপণ করতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে কতজনকে একই শিফটে এনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে তা পরিকল্পনা করা হবে। সে ক্ষেত্রে বসাতে হবে ৩ ফুট দূরত্ব নিশ্চিত করে। শিক্ষার্থীর চাহিদা ও অভিভাবকের মতামতের ভিত্তিতে এবং প্রতিষ্ঠানের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের তালিকা তৈরি করতে হবে।

আনন্দঘন শিক্ষা কার্যক্রম
দীর্ঘদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের যে মানসিক চাপ তৈরি হয়েছে তা থেকে মুক্ত করার জন্য নিরাপদ ও আনন্দঘন শিখন কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রথম ১৫ দিন শিক্ষা কার্যক্রম কেমন হবে, কতটা সময় শিখন কার্যক্রম এবং কতটা সময় মনোসামাজিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা থাকবে তার পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। প্রথম এক বা দুই সপ্তাহ পাঠক্রমভিত্তিক শিখনের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা ও সহ-শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মনোসামাজিক সহায়তা এবং মানসিক ও শারীরিক কার্যক্রমের মধ্যে খেলাধুলা, মেডিটেশন, যোগব্যায়াম, গাছ লাগানো ও পরিচর্যা, সংগীত চর্চা, ছবি আঁকা, সামাজিক সেবামূলক কাজ করতে নির্দেশনা রয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালুর প্রথম দুই মাসের মধ্যে এমন কোনো আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা বা মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা যাবে না, যা শিক্ষার্থীর ওপর চাপ তৈরি করতে পারে।

পরিকল্পনামাফিক প্রয়োজনীয় জীবাণুনাশক প্রয়োগসহ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের দায়িত্ব বণ্টন, নির্দিষ্ট সময় পর পর ২০ সেকেন্ড ধরে সঠিকভাবে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রাখা এবং দৃশ্যমান স্থানে ঝুলিয়ে রাখতে হবে এ সংক্রান্ত পোস্টার।

কোভিড-১৯ বিস্তার রোধে ব্যবস্থা
এ ক্ষেত্রে কন্টাক্ট লেস থার্মোমিটার স্থাপন এবং তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বাড়িতে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের পথে ও অভিভাবকদের বসার স্থানে ৩ ফুট দূরত্বে করতে হবে মার্কিং। সবার জন্য মাস্কের ব্যবস্থা রাখতে

হবে, যাতে কোনো শিক্ষার্থী মাস্কের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বিরত না থাকেন। স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে হটলাইন নম্বর দৃশ্যমান স্থানে টাঙিয়ে রাখতে হবে।

আজকে আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন : প্রধানমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে দেশের ৪৯২টি উপজেলার প্রায় ৭০ হাজার পরিবারকে পাকা ঘরসহ বাড়ি হস্তান্তর করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এসময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকে আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন। ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান করতে পারা বড় আনন্দের।

শনিবার (২৩ জানুয়ারি) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। এদিন দেশের ৪৯২ উপজেলার প্রায় ৭০ হাজার পরিবারকে পাকাঘর হস্তান্তর করেন তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন, ‘আজকে আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন। গৃহহীন পরিবারকে গৃহ দিতে পারছি, এটি আমার সবচেয়ে আনন্দের। আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষের কথাই ভাবতেন। আমাদের পরিবারের লোকদের চেয়ে তিনি গরীব অসহায় মানুষদের নিয়ে বেশি ভাবতেন এবং কাজ করেছেন। এই গৃহ প্রদান কার্যক্রম তারই শুরু করা।’

এ সময় লাইভে যুক্ত ছিল খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা, চাপাইনবাবগঞ্জ সদর, নীলফামারীর সৈয়দপুর ও হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলা। এছাড়াও দেশের সব উপজেলা অনলাইনে যুক্ত হয়।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় প্রায় নয় লাখ মানুষকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পাকাঘর উপহার দেয়া হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে ঘর পেল প্রায় ৭০ হাজার পরিবার। আগামী মাসে আরো ১ লাখ পরিবার বাড়ি পাবে। অনুষ্ঠানে আশ্রয়ন প্রকল্পের তৈরি

ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

প্রসঙ্গত, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মুজিব শতবর্ষ পালন করছে সরকার। বছরটিকে স্মরণীয় করে রাখতে জাতির পিতার উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ভূমি ও গৃহহীন আট লাখ ৮২ হাজার ৩৩টি পরিবারকে ঘর ও জমি দেওয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। আজ উদ্বোধনের পর পর্যায়ক্রমে এ তালিকার সবাই এই সুবিধা পাবে।

উপকারভোগীদের মধ্যে যাদের জমি আছে, তারা শুধু ঘর পাবে। যাদের জমি নেই, তারা ২ শতাংশ জমি পাবে (বন্দোবস্ত)। দুই কক্ষবিশিষ্ট প্রতিটি ঘর তৈরিতে খরচ হচ্ছে এক লাখ ৭১ হাজার টাকা। সরকারের নির্ধারিত একই নকশায় হচ্ছে এসব ঘর। রান্নাঘর, সংযুক্ত টয়লেট থাকছে। টিউবওয়েল ও বিদ্যুৎ সংযোগও দেওয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে থাকা আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এই কাজ করছে। খাসজমিতে গুচ্ছ ভিত্তিতে এসব ঘর তৈরি হচ্ছে। কোথাও কোথাও এসব ঘরের নাম দেওয়া হচ্ছে ‘স্বপ্ননীড়’, কোথাও নামকরণ হচ্ছে ‘শতনীড়’, আবার কোথাও ‘মুজিব ভিলেজ’।

সরকারের এই উদ্যোগ বিশ্বের ইতিহাসে নতুন সংযোজন বলে জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। এই প্রকল্পের পরিচালক মাহবুব হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব ইতিহাসে নতুন রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে। এটা বাংলাদেশের বিশাল অর্জন।’

আবারও পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব গড়ার প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশের

আবারও পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্বের প্রতি পূর্ণ ও দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বাংলাদেশ। শুক্রবার জাতিসংঘের বেশকিছু সদস্যরাষ্ট্র আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ প্রতিশ্রুতির কথা জানান

সংস্থাটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি কার্যকর করার ঐতিহাসিক মুহূর্ত উদযাপন করতে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, সুইজারল্যান্ডের জেনেভা ও অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় একযোগে হয় এই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান। এতে অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশও যোগ দেয়। অনুষ্ঠানটি অস্ট্রিয়া, ব্রাজিল, কোস্টারিকা, ইন্দোনেশিয়া, আয়ারল্যান্ড, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও থাইল্যান্ডের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে অন্যান্যের মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব রেডক্রস ও ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন টু অ্যবোলিশ নিউক্লিয়ার উইপনের প্রধানেরা বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানটি উপলক্ষে একটি ভিডিও বক্তব্য দেন আন্তোনিও গুতেরেস।

বিশ্বকে পারমাণবিক যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে মুক্ত করতে ১৯৭৪ সালে সাধারণ পরিষদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন, অনুষ্ঠানে তা উদ্ধৃত করে রাবাব ফাতিমা বলেন, পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের প্রতি অটল থাকা বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি। যার ফলে এই চুক্তি স্বাক্ষরকারী প্রথম ৫০টি দেশের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশও।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ২০১৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ। পরে জাতিসংঘের ৭৪তম অধিবেশন চলাকালে ২০১৯ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ চুক্তিটি অনুসমর্থন করে।

জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের কাছে ২০২০ সালের ২৪ অক্টোবর ৫০তম অনুসমর্থনকারী দেশ হিসেবে হন্ডুরাস দলিল জমা দেয়। এর ৯০ দিন পর ২২ জানুয়ারি থেকে চুক্তিটি কার্যকর হয়েছে।

পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ–সম্পর্কিত চুক্তি (টিপিএনডব্লিউ) স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর জন্য পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার, বিকাশ, পরীক্ষা, উৎপাদন, মজুতকরণ, কেন্দ্র স্থাপন, স্থানান্তর ও হুমকি প্রদান নিষিদ্ধ। এসব লক্ষ্য অর্জনে এটিই প্রথম আন্তর্জাতিক কোনো চুক্তি। এটি এ পর্যন্ত ৮৬টি দেশ স্বাক্ষর করেছে এবং ৫১টি দেশ অনুসমর্থন করেছে।

ট্রাম্পের রেখে যাওয়া চিঠি নিয়ে মুখ খুললেন বাইডেন

রীতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার উত্তরসূরী জো বাইডেনের জন্য ওভাল অফিসে একটি চিঠি রেখে গেছেন। ২০ জানুয়ারি ওভাল অফিস ছাড়ার আগে ট্রাম্প বাইডেনের জন্য এ চিঠি লিখে রেখে যান। বাইডেন পূর্বসূরীর সেই চিঠি হাতে পেয়েছেন। এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জাড ডেরি। খবর দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট ও ওয়াশিংটন পোস্টের।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সেই চিঠি সম্পর্কে জানালেন, খুবই উদার ছিল চিঠির ভাষা।

স্থানীয় সময় বুধবার ওভাল অফিসে দায়িত্ব নিয়েই সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। সেখানেই তিনি এ বিষয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, চিঠিতে কী আছে তা তিনি এখনই জানাবেন না। সাবেক প্রেসিডেন্টের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ওই চিঠির বিষয়বস্তু প্রকাশ করবেন না তিনি।

তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট খুবই উদার চিঠি লিখেছেন। এটি ব্যক্তিগত। তার সঙ্গে কথা বলা ছাড়া এ বিষয়ে কিছু বলব না।

তবে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি জেন সাকি বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে এখনই কথা বলার কোনো পরিকল্পনাও প্রেসিডেন্টের নেই।

ওভাল অফিসে বসার পর বুধবার বাইডেন প্রথমেই পূর্বসূরির দেওয়া এই চিঠি দেখতে পান।

হোয়াইট হাউসের এক সাবেক কর্মকর্তা সিএনএনকে জানান, সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অফিস ছেড়ে যাওয়ার জন্য রিসুলেট ডেস্কে চিঠিটি রেখে যান। একই স্থানে তার জন্য চিঠি রেখে গিয়েছিলেন বারাক ওবামা।

সেই চিঠিতে ওবামা ট্রাম্পের প্রতি লিখেছিলেন, ‘আমরা এই অফিসের

(ওভাল অফিস) ক্ষণিকের দখলদার। ’

প্রেসিডেন্ট হিসেবে চার বছর মেয়াদ শেষে ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার সকালে শেষবারের মতো এয়ারফোর্স ওয়ান উড়োজাহাজে করে ফ্লোরিডার পথে রওনা দেন। হোয়াইট হাউস ত্যাগের সময় বলেন , প্রেসিডেন্ট হওয়া ছিল সারা জীবনের সম্মানের বিষয়।

রীতি অনুযায়ী জো বাইডেনের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ না দিলেও ট্রাম্প নিজে আনুষ্ঠানিক বিদায় নেন। তাকে লাল গালিচা সংবর্ধনা জানানো হয় , একুশবার তোপধ্বনি দেওয়া হয়। ওয়াশিংটনের অদূরে অ্যান্ড্রুজ যৌথ ঘাঁটিতে এ সময় উপস্থিত ছিলেন ২০০ জনের মত অতিথি ।

ট্রাম্পের জ্যেষ্ঠ এক কর্মী এই চিঠিকে বলেছেন , ‘ব্যক্তিগত নোট ’। তিনি বলেন , শেষ পূর্ণ কর্মদিবসের রাতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ওভাল অফিসে যেসব কাজ সম্পন্ন করেছেন তার মধ্যে এই চিঠি লেখাটাও ছিল।

উত্তরসূরির জন্য বিদায়ী প্রেসিডেন্টের চিঠি রেখে যাওয়ার বিষয়টিকে আধুনিক সময়ের এক ঐতিহ্য বলেই ধরে নেওয়া হয়। ট্রাম্প যে চিঠি রেখে গেছেন , তা দেখাননি তার শেষ সময়ের সহকর্মীদের অনেককেই।

বুধবার ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন জো বাইডেন। এদিনই ভোরে স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্পকে নিয়ে হোয়াইট হাউস ত্যাগ করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

দেশের প্রথম নারী প্রকৌশলী খালেদা শাহারিয়ার আর নেই

দেশের প্রথম নারী প্রকৌশলী খালেদা শাহারিয়ার কবির ডোরা মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বুধবার ভোররাত ৪টা ৪৫ মিনিটে রাজধানী ঢাকায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এক শোকবার্তায় রিটায়ার্ড ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন (আরইএ) বিডব্লিউডিবি এ কথা জানিয়েছে। শোকবার্তায় মরহুমার বিদেহী আত্মার

মাগফিরাত কামনা এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে রিটায়ার্ড ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন (আরইএ) বিডব্লিউডিবি।

ডোরা রহমানের বাবা মো. কবির উদ্দিন দেশভাগের পর কলকাতা থেকে বাংলাদেশে আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পুরকৌশল বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এটাই ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ইপুয়েট) এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এটাই বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) হয়। ১৯৬৮ সালে খালেদা শাহারিয়ার কবির ও শিরীন সুলতানা বাংলাদেশের প্রথম নারী হিসেবে ইপুয়েট থেকে পুরকৌশলে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে ওই সময় ইপুয়েটে মেয়েদের ভর্তি নেওয়া হতো না। রীতিমতো আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়ে তারা পুরকৌশল বিভাগে ভর্তি হন।

১৯৬৯ সালে খালেদা শাহারিয়ার প্রকৌশলী মো. আমিনুর রহমানকে বিয়ে করেন। ১৯৭০ সালে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে যোগ দিয়ে ডোরা রহমান ২০০৪ সালে অতিরিক্ত মহাপরিচালক হিসেবে অবসর নেন।

নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা ট্রাম্পের

নিজের একটি রাজনৈতিক দল গঠনে সহযোগী ও বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করছেন বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল এমন খবর দিয়েছে।

তবে তিনি এমন কোনো উদ্যোগ নিলে রিপাবলিকান দলের জন্য তা মাথাব্যথার কারণ হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। অগ্রাধিকারমূলক ভোটের ক্ষেত্রে দলটির মধ্যে ফাটল তৈরি করতে পারে ট্রাম্পের নতুন দল।

রিপাবলিকান দল থেকে নিজের সমর্থকদের টানতে পারবে ট্রাম্পের সম্ভাব্য প্যাট্রিয়ট পার্টি। বিদায়ী ভাষণে ট্রাম্প এমন একটি উদ্যোগের আভাস দিয়েছেন।

তিনি বলেন, আমি মনে করি, আমরা যে আন্দোলন শুরু করেছি, তা এখন শুরুর পর্যায়ে আছে। আমরা তা-ই করেছি,, যা করতে এসেছিলাম— এবং প্রত্যাশার চেয়েও বেশি করেছি।

ইউটিউবে পোস্ট করা এক ভিডিওতে এই রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট বলেন, আমি এক কঠিন লড়াই করেছি; কঠিনতম লড়াই… কারণ সে জন্যই আপনারা আমাকে নির্বাচিত করেছিলেন।

গত নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী জো বাইডেনের কাছে এখনও নিজের পরাজয় স্বীকার করে নেননি ট্রাম্প।

বুধবার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার কথা রয়েছে ডেমোক্র্যাটদলীয় বিজয়ী জো বাইডেনের।

ট্রাম্পের মেয়াদের শেষ দুই সপ্তাহ ক্যাপিটল ভবনে প্রাণঘাতী দাঙ্গায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে দ্বন্দ্বেই কেটে গেছে। টুইটার, ফেসবুকসহ সামাজিকমাধ্যমগুলোতে নিষিদ্ধ হয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হয়েছে তাকে।

নির্বাচনের ফল উল্টাতে উগ্র ট্রাম্প সমর্থকদের হামলায় ৬ জানুয়ারি এক পুলিশ কর্মকর্তাসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন।

ভিডিওতে ট্রাম্প বলেন, রাজনৈতিক সহিংসতা হলো—আমরা আমেরিকান হিসেবে যা কিছু লালন করি, তার ওপর হামলা। এটি কখনও সহ্য করা হবে না।

ভিডিওতে উত্তরসূরি বাইডেনের নাম তিনি একবারেও মুখে নেননি।

কংগ্রেস ভবনে দাঙ্গায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগে প্রতিনিধি পরিষদে অভিশংসিত হয়েছেন ট্রাম্প। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ছাড়ার পর সিনেটেও তাকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।

যদি দোষী সাব্যস্ত হন, তবে ভবিষ্যতে কোনো সরকারি অফিসের জন্য তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।